যুগান্তর
প্রিন্ট: ২১ জুলাই ২০২৬, ১০:০৫ এএম

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ‘ষড়যন্ত্র’ আখ্যা শিক্ষক জোটের

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ২০ জুলাই ২০২৬, ০৩:২৬ পিএম

ছবি: সংগৃহীত

পরবর্তী খেলাসমূহ

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনকে ‘ষড়যন্ত্র’ আখ্যা দিয়ে তার পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি জাতীয়করণ ঐক্যজোট। একই সঙ্গে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত এমপিওভুক্ত করা এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোববার (২০ জুলাই) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব বক্তব্য ও দাবি তুলে ধরেন সংগঠনের সদস্য সচিব প্রিন্সিপাল মো. সেলিম মিঞা।

লিখিত বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সরকারের শিক্ষা সংস্কারের ধারাবাহিকতায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ.ন.ম এহসানুল হক মিলনের নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করে আন্দোলন, ভাঙচুর ও সড়ক অবরোধের মাধ্যমে জনজীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অতীতেও শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিলেন এবং বর্তমানে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করছেন। আমরা শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও সুশীল সমাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, নিয়মিত পড়াশোনায় উৎসাহিত করা এবং শিক্ষামন্ত্রীর পাশে থেকে আদর্শিক, মানবিক ও মেধাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাই।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজ চরম সংকটের মধ্যে ছিল। ১৯৮০ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় এনে শিক্ষা খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার শিক্ষা ও

শিক্ষক সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে।

প্রিন্সিপাল সেলিম মিঞা বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি এবং দীর্ঘ সময়ের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় তিনি অতি দ্রুত নন এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিও ভুক্ত করার দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও কো-চেয়ারম্যান মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক কাজী মাঈনুদ্দিন, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন লিটন, অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল, অধ্যক্ষ মো. রাকিব উদ্দিন খান, যুগ্ম মহাসচিব রোকেয়া চৌধুরী বেবী ও অধ্যাপক মো. আব্দুল হাকিম প্রমুখ।